মেহেরপুর বিএনপি-জামায়াতের তিন নেতা গ্রেফতার

পুলিশের দায়ের করা বিস্ফোরক ও নাশকতার মামলায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ বিএনপি ও জামায়াতের তিন নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার ধর্মচাকি গ্রামের মৃতু বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেমের ছেলে ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু (৫৮), সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মৃত আতাহার আলীর ছেলে স্থানীয় বিএনপি নেতা আসাদুল ইসলাম(৫০) ও মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের আবু জাফরের ছেলে জামায়াত রোকন জিনারুল ইসলাম (৪৩)।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুকে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে কুতুবপুর গ্রামে তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে বিএনপি নেতা আসাদুল ইসলামকে ও ভোররাতের দিকে সুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামে নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জামায়াত রোকন জিনারুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশের পৃথক টিম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজ্জ্বল দত্ত এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আসাদুজ্জামান বাবলুকে গাংনী থানার পুলিশের দায়ের করা নাশকতা মামলা নং ২০, তারিখ

১২/১১/২৩ ইং, বিএনপি নেতা আসাদুল ইসলামকে বিস্ফোরক আইনে ২০২৩ সালে সদর থানা পুলিশের দায়ের করা বিস্ফোরক আইনের মামলা নং ৩১ ও জামায়াত নেতা জিনারুল ইসলামকে ২০২৩ সালে পুলিশের দায়ের করা নাশকতা ও বিস্ফোরক আইন মামলা নং ১৯ গ্রেফতার দেখিয়ে আজ শুক্রবার (২৬ জুলাই) দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইফুল ইসলাম, সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কেএম রেজাউল হক ও মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

এদিকে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন এই গণগ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারের যুলুম নির্যাতনের অংশ হিসেবে বিএনপির নেতা কর্মীদের গণগ্রেফতার চালাচ্ছে সরকার। অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নি:শর্ত মুক্তি দাবি করেন তিনি।

উল্লেখ্য, কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে সহিংস ঘটনার পর মেহেরপুরে গত কয়েকদিনে বিএনপি জামায়াতের অন্তত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মুজিবনগরে নেপিয়ারে স্বাবলম্বী কৃষক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে নেপিয়ার ঘাস চাষ করে গবাদিপশুর খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত ঘাস বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন অনেক চাষি ও খামারি। চাষ সহজ হওয়ায় এবং একবার রোপণে অনেক দিন ঘাস পাওয়ায় উপজেলার অনেক কৃষক এবং খামারি এখন ঝুঁকছেন নেপিয়ার চাষের দিকে। প্রতিটি উপজেলাতেই এখন কম-বেশি এই ঘাসের চাষ হচ্ছে। অনেকে আবার নেপিয়ার বিক্রিকে পেশা হিসেবে নিয়ে সচ্ছলতা অর্জন করেছেন। খড়ের (বিচালি) দাম বেশি হওয়ায় বেশির ভাগ গরুর খামারিরা বর্তমানে নেপিয়ার ঘাস দিয়ে গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণ করছেন। অধিক পুষ্টিগুণ থাকায় এই ঘাস পশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মাংস বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই সুস্থ-সবল পশু পালনে সবুজ ঘাস হিসেবে নেপিয়ারে গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। নেপিয়ার ঘাস দেখতে আখের মতো। ৪ থেকে ১০ ফুট বা তার চেয়েও বেশি লম্বা হয়। দ্রুত বাড়ে, সহজে জন্মে, খরাসহিষ্ণু, পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য এই ঘাস।

মানিকনগর গ্রামের নেপিয়ার ঘাস চাষি ইয়াসিন মোল্লা জানান, প্রথমে

তিনি নিজের গবাদিপশুকে খাওয়ানোর জন্য ১০ কাঠা জমিতে নেপিয়ার লাগান। অতিরিক্ত ঘাস বিক্রি করা শুরু করলে তাঁর চাষের খরচ উঠে আসে। বিষয়টি লাভ জনক মনে হওয়ায় তিনি নিজের জমিসহ লিজ নেওয়া ৫ বিঘা জমিতে আবার নেপিয়ারের চাষ করেন। ঘাস বিক্রি করে সে এখন স্বাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে নেপিয়ার ঘাস বিক্রি করাই তাঁর পেশা। ইয়াসিন মোল্লার মতো এলাকার অনেকেই এখন এই ঘাস বিক্রিকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন।

নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বর্ষার শুরুতে ঘাসের শিকড় বা চারা রোপণ করতে হয়। রোপণের আগে প্রতি একর জমিতে দেড় থেকে দুই টন গোবর সার মিশিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। গোবর সার না দিলে পরিমাণ মত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিটি সারির মাঝে দূরত্ব রাখতে হয় দুই-তিন ফুট। প্রতিটি চারার মাঝে দূরত্ব থাকবে দেড় ফুট করে। চারা বা শিকড় লাগানোর পর যদি রোদ হলে বা মাটিতে রস কম থাকলে সেচের প্রয়োজন হয়। সাধারণত প্রতি একর জমিতে সাত থেকে আট হাজার চারা বা শিকড়ের দরকার হয়। ভালো ফলন ও বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার এবং পানি দিতে হয়। প্রথমবার ঘাস কাটার পর বিঘাপ্রতি ২০ কেজি ইউরিয়া ও ১০ কেজি পটাশ সার দিলে এই ঘাস দ্রুত বাড়ে।
রতনপুর গ্রামের গরুর খামারি মাইকেল টুইস মন্ডল বলেন, ‘বর্তমানে খড়ের দাম অনেক বেশি। কিন্তু কিনতে গেলে পাওয়া যাচ্ছে না। দানাদার খাদ্যের দামও বাড়ছে। এসব কারণে খড়ের বিকল্প হিসেবে নিজের ১ বিঘা জমিতে নেপিয়ার চাষ করে অল্প পরিমাণ বিচালির সঙ্গে মিশিয়ে গবাদিপশুকে খাওয়াচ্ছি।’

মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বলেন, ‘থাইল্যান্ড থেকে এই ঘাস আমাদের দেশে এসেছে। এর উৎপাদন খরচ কম। অন্যান্য ঘাসের তুলনায় বেশ পুষ্টিকর। একবার রোপণ করলে ৪ থেকে ৫ বছর ফলন পাওয়া যায়। তাই উপজেলার কৃষক ও খামারিরা নিজেরাই এই ঘাস উৎপাদনে ঝুঁকেছেন। অন্যান্য ফসলের চেয়ে এখন ঘাস চাষে লাভ বেশি হচ্ছে। নেপিয়ার ঘাস চাষে উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিস কৃষক ও খামারিদের সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে আসছে।

মেহেরপুরে পাট চাষিদের সমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে না

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে পাট চাষ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা সমস্যায় উৎপাদন বিপর্যয়ের শঙ্কা ন্যায্যমুল্য না পাওয়া পোকার আক্রমণসহ বিভিন্ন সমস্যা যেন পিছু ছাড়ছে কৃষকদের। পাট চাষে মৌসুমের শুরুতে দেশব্যাপী চলা দাবদাহ ও অনাবৃষ্টির কারণে তুলনামূলক ভাবে পাট বেড়েছে কম, আর আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় ছোট ছোট পাট গাছেই ধরেছে ফুল ও ফল। বৃষ্টি না হওয়ায় সেই সঙ্গে মরছে গাছও। এর মাঝে বেড়ে ওঠা পাটে শেষ সময়ে এসে দেখা দিয়েছে পানির সমস্যা। অনাবৃষ্টির কারনে খাল, বিল ও পুকুর ডোবাই পানি না থাকায় পাট পঁচানো নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। স্যালোমেশিনে পানি দিয়ে পাট পঁচানো হলেও পাটের দাম না পাওয়ায় খরচের অর্ধেক টাকাও উঠছেনা চাষিদের।

কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আষাঢ়ের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে চাষিদের জমি থেকে পাট কেটে জাগ দেয়ার কথা। সেই জমিতে আবার আউশ ধানের চারা রোপন করা হয়। অথচ খাল বিল ও কাজলা নদীতে পানি না থাকায় পাট পঁচানো সম্ভব হচ্চেনা। পাট নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। জমি থেকে পাট কাটতে না পারায় ধানের আবাদও করতে পারছেননা চাষিরা। ফলে ধানের আবাদ থেকে পিছিয়ে পড়ছেন অনেকেই। আবার অনে কৃষক চাষ করে শেষ পাট গাছে তিড়িং পোকার আক্রমণের সাথে যোগ হয়েছে জমি থেকে ওঠে আসা লবণাক্ততা। যার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দুর্বল হয়ে মরে যাচ্ছে পাট গাছ। আর বাকি গুলোতে তিড়িং পোকার আক্রমনে পাতা শুন্য হয়ে যাচ্ছে গাছ। যেখানে প্রতিটি পাট গাছ বেড়ে ওঠে ৮ থেকে ১০ ফুট উচ্চতায়। সেখানে অনাবৃষ্টির কারনে পাট সেভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। ৪ থকে ৫ ফুট হওয়ার সময় পাট গাছ মরে যাচ্ছে। এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছে ভুক্তভোগী কৃষকরা।

কৃষকরা বলছেন, পোকার আক্রমণ ও আবাদি জমিতে লবণাক্ততা থেকে রক্ষা পেতে কৃষি বিভাগের পরমর্শ নির্দেশনা মানার পরও মিলছে না কোন সমাধান। ফলে এবছরেও অনেকটাই নিশ্চিত দাম ও ফলন বিপর্যয়ের কারনে পড়তে হবে লোকশানে।
কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়েছে। এতে জেলায় এবছর ২লক্ষ ৪০ হাজার ৬৩৬ বেল পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আগামও

রোপনকৃত সব পাটই প্রায় মেচিওউর হয়ে গেছে তারপরও আবহাওয়া পরিবর্তনের কারনে এমনটি ঘটছে। এজন্য কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের সার্বক্ষণিক পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামের পাট চাষি হাবিবুর রহমান ও আব্দুল আলিম বলেন,এবছর পাট চাষ করে বিপদে পড়ে গেছি। শুরুর দিকে ছিলো প্রচন্ড রোদ সাথে ছিলোনা উপর বৃষ্টি। যার ফলে পাট উচ্চতায় এমনিতেই দেড় দুই ফিট কমে গেছে। সেচের জন্যও গুনতে হয়েছে বাড়তি খরচ। আর এখন শুরু হয়েছে তিড়িং পোকার আক্রমন ও পাটের জমিতে লবন ওঠে আসা। যে কারনে পাটের উৎপাদন তিন ভাগের এক ভাগই কমে যাবে।

নওয়াপাড়া গ্রামের পাট চাষি সাহাবুদ্দিন বলেন, এবার পাট চাষে খরচ বেশি হয়েছে। বিপরীতে পাটের অবস্থা তুলনামূলক খারাপ। তারপরও অধিক পরিচর্যার কারনে মাঠে থাকা পাট কোন মতে টিকে আছে। কম সময়ের মধ্যে পাট কাটা শুরু হয়ে যাবে। পানির অভাবে পাট কাটতে পারছিনা। এবছর ধলার বিল ও কাজলা নদীতেও পানি নেই। তাই পাট জমিতেই পড়ে আছে। এসময় মাটির নিচ থেকে লবণ বের হয়ে জমির অর্ধেক পাট মরে লাল হয়ে শুকাতে শুরু করেছে। সেচ দেয়া বলেন আর কিটনাশক প্রয়োগ করা। কত কিছুই না করলাম, তাতে কোন লাভ হয়নি। মধ্যে থেকে খরচ করাটাই লোকসান। গত বছরেও দাম না পেয়ে পাটের আবাদে লোকসান করেছি, এবার পাট চাষে করে অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

মাইলমারি গ্রামের পাট চাষি আকবার আলী জানান, এমনিতেই বৃষ্টির অভাবে এবার পাট বুনতে একটু দেরি হয়েছে। তারপরে বেড়েছে কম। আর শেষ সময় পাটক্ষেতগুলোতে হানা দিয়েছে তিড়িং পোকায়। পাটের ডগা-কাণ্ড ও পাতা কেটে ফেলেছে পোকাগুলো। যার ফলে মাঠে এ পাট এখনো এক মাস থাকলেও কোন লাভ হবে না। মণ প্রতি ১০ থেকে ১২ কেজি করে ফলণ কমে যাবে। তারপর বতর্মান বাজারে আবার পাটের দাম কম। যেখানে এক বিঘা জমিতে পাট চাষ করে ফসল ঘরে তুলতে প্রায় ১৫ হাজার টাকা খরচ হবে। সেখানে সমুলে পাট পাওয়া যাবে ১০ থেকে ১২ মণ। আমাদের অঞ্চলে পাটের দাম নেই। বর্তমানে প্রতিবেল কাচাঁ পাট বিক্রি হচ্ছে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা বেল। এতে উৎপাদনের অর্ধেক টাকাও উঠছেনা। যার ফলে এবছরেও পাট চাষে লোকশানে পড়তে হবে। পাট নিয়ে এমন হতাশার গল্প শোনান, ধলা গ্রামের ইদ্রিস আলী, সামসুল আলম, হান্নান আলীও মেছের মন্ডল। তারা জানান এমনটি চলতে থাকলে আর আগামীতে পাট চাষ করবেন না।

পাট ব্যাবসায়ী মহিবুল ইসলাম বলেন, বর্তমানে বাজারে প্রতি মণ পাট

বিক্রি হচ্ছে ১৯”শ থেকে ২ হাজার টাকা পযর্ন্ত। তাছাড়া বিশ্ব বাজারে পাটের চাহিদা কম থাকাই স্থানীয় বাজারে চাহিদা কমে গেছে পাটের। আমাদের জেলায় অধিকাংশ পাট ব্যাবসায়ীর গোডাউনেই রয়েছে পুরানো পাট। তার উপর আবার যদি নতুন পাট বাজারে আসে। এমনিতেই পাটের বতর্মান বাজারদর আরো কিছুটা কমে যাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের উপ পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, বর্তমানে জেলায় যে সকল জমিতে পাট কেটে আউশ ধানের আবাদ করা হয় সেসকল অধিকাংশ পাট প্রায় মেচিউর হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে পাট কাটা ও জাগ দেয়া শুরু হয়ে গেছে। এ শেষ সময়টিতে মাটির নিচ থেকে লবণাক্ততা বের হওয়ার কারনে অনেক জমির পাট মারা যাচ্ছে। আবার তিড়িং পোকায় পাটের পাতা ও ডোগা কাটছে। এ থেকে পাটকে রক্ষার জন্য জেলা কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদের সার্বক্ষণিক পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া এখন বৃষ্টির সময়, পর্যাপ্ত বৃষ্টি পাত হলে তিড়িং পোকার আক্রমণ ও লবণাক্ততার কারনে পাট মরে যাওয়ার হাত থেকে কৃষকরা রক্ষা পাবে। এছাড়াও পাটের জমিতেই একটি অংশে গর্ত করে সেখঅনে পাট পঁচনের ব্যবস্থা করতে চাষিদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে কৃষিতে বিশেষ অবদানে উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান

মেহেরপুরে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ খাতে বিশেষ অবদান রাখায় জেলার বিভিন্ন গ্রামের ছয় জন কৃষি উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়ে বর্ণাঢ্য অয়োজনের মধ্যদিয়ে কৃষি উদ্যোক্তাদের সম্মানা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বে-সরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)।

সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলান নির্বাহী অফিসার (ই্উএনও) প্রীতম সাহা।

বিশষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো: সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা

কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডাক্তার আরিফূল ইসলাম।

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো: রমজান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহা: মোশাররফ হোসেন, পরিচালক মো: কামরুজ্জামান, উপ-পরিচালক (ঋণ কার্যকর্ম) কামরুল আলম, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

কৃষি উদ্যোক্তা সম্মাননা অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় জেলার কৃষিতে উন্নয়ন ও কৃষকদের ভুমিকা নিয়ে প্রসংশনীয় বক্তব্য রাখেন অতিথিবৃন্দরা। বক্তব্য শেষে ছয় জন কৃষি উদ্যোক্তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন।

সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ খাতের কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনটি খাতের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান এবং সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদানে অর্থিক সহায়তা করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

পিএসকেএস আয়োজিত সম্মাননা প্রাপ্ত উদ্যোক্তারা হলেন-উন্নত জাতের পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে সম্মাননা পেয়েছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের কৃষক হাসানুর জামান,অরচার্ড উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের সাহিবুল ইসলাম, পুষ্টি সংবেদনশীল মলা মাপছের ব্রুড ব্যাংক গাড়াডোব গ্রামের রোজিনা খাতুন, ফেভারমুক্ত পাঙ্গাস মাছ ছাষে ষোলটাকা গ্রামের নাজেরা খাতুন,পাঠা মোটাজাত করনে রামনগর গ্রামের শাহিদা খাতুন, বিশষ অবাসন নিশ্চিতকরে আধা বানিজ্যিক ভাবে দেশী মুরগি পালনে বিশেষ ভুমিকা রাখায় তেরাইল গ্রামের সেলিনা খাতুনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অলোচনায় উল্লেখ করা হয়, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি মানুষের জীবন মান উন্নয়নে সবর্দা কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মৎস্য খাতে ৮২৩টি, কৃষিখাতে ৩৩৮টি, প্রাণি সম্পদ খাতে ৪৮৫টি, মোট ১হাজার ৪৪৬টি প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রদর্শনি বাস্তবায়ন করে। ১০৯জনকে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ৮৩টি খামার দিবস ১১২টি পরামর্শ সভা করা হয়। এছাড়াও কৃষি মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ খাতে ২ হাজার ৭২৫ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মদক্ষ করে তোলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ভিভিন্ন এলাকার শতাধিক কৃষক ও কৃষানীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে চিচিংগা চাষ, ফলন ও দামে খুশি চাষিরা

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের চিচিংগা চাষে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। চিচিংগা চাষে উপযুক্ত মাটি, এবং অনুকুল আবহাওয়ায় বাম্পার ফলন পাচ্ছেন চাষিরা। পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সবজি হিসেবে চাহিদা থাকায় নিজ জেলার চাহিদা পুরুন করেও রপ্তানি করা হচ্ছে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। দাম ভাল পেয়ে খুশি চাষিরা। বৃষ্টিপাত বেশি হলে আরও বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব বলছেন কৃষকরা, সবজিখ্যাত মেহেরপুর জেলায় আরও নতুন নতুন সবজি আবাদে চাষিদের উদ্বুদ্ধকরনসহ নানা ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে বলছেন কৃষি বিভাগ।

মেহেরপুরের বিভিন্ন মাঠে প্রায় ৬০ হেক্টর জমিতে মাচা পদ্ধতি ব্যবহার করে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু সবজি চিচিংগা আবাদ করা হচ্ছে। স্বল্প সময় ও অল্প খরচের এ সবজি চাষে লাভবান হচ্ছেন অনেক কৃষক। এখন চিচিংগা তোলার ভরা মৌসুম। জেলার বিভিন্ন বাজারে এখন ভাল দামে বিক্রি হচ্ছে চিচিংগা। জেলার মানুষের তরকারি চাহিদা পুরুন করেও বিভিন্ন এলাকার পাইকার ব্যবসায়ীরা চিচিংগা ট্রাক ভর্তি করে পাঠাচ্ছেন ঢাকা, বরিশাল, সিলেট, চট্রোগ্রামসহ দেশেল বড় বড় শহরে। প্রতিকেজি চিচিংগা পাাইকারি বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা। আর খুচরা বাজারে এসবজির দাম ৩০ টাকা কেজি। মেহেরপুর সদর উপজেলার, রামদাসপুর গ্রামের কৃষক জামাল হোসেন এক বিঘা জমিতে উচ্চ ফলনশীল বঙ্গরেখা জাতের চিচিংগা আবাদ করেছেন। জমি প্রস্তত, বীজ, সার,কীটনাশক ও মাচা তৈরীতে বিঘাপ্রতি খরচ হয়েছে ১৫ হাজার টাকা। এখন এক বিঘা জমি থেকে প্রতি সপ্তায় দুদিন করে চিচিংগা পাচ্ছেন।

চাষি জামাল হোসেন জানান, প্রতি সপ্তায় অন্তত ৫ থেকে ৬মন করে চিচিংগা বিক্রি হচ্ছে। প্রতিমণ চিচিংগা পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ৬০০ টাকা দরে। ইতোমধ্যে তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকার চিচিংগা বিক্রি করেছেন। তিন মাসে তিনি আরও লক্ষাধিক টাকার চিচিংগা বিক্রির আশা

করছেন।

ষোলমারি গ্রামের চাষি নাহিদ আলম বলেন গেল বছর আামি এক বিঘা জমিতে চিচিংগা আবাদ করেছিলাম। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা লাভ হয়েছিল। এবারও এক বিঘা জমিতে চাষ করেছি। একাধঅরে তিন মাস চিচিংগা বিক্রি করতে পারবো। এবছরে সব সবজির দাম ভাল হওয়ায় চিচিংগারও চাহিদা আছে বাজারে। জমি থেকে প্রতি সপ্তায় দুদিন করে পাইকাররা চিচিংগা নিয়ে যায়। আবার স্থানীয় বাজারেও আমরা বিক্রি করি। অন্যান্য সবজির চেয়ে চিচিংগার চাহিদা এবছর অনেক বেশি,দামও ভাল।

গাংনী.কাথুলী গ্রামের চাষি আব্দুল কুদ্দুস জানান, যতদিন চাহিদা থাকে ততদিন আমরা সবজি হিসেবে চিচিংগা বিক্রি করি। শেষের দিকে চাহিদা কমে গেলে বীজের জন্য চিচিংগা রেখে দিই। বীজ বিক্রি করেও ভাল টাকা লাভ করি প্রতি বছর।

ষোলমারি গ্রামের পাইকার ব্যবসায়ী মিশকাত,মিন্টু ও রামদাসপুরের মুন্তাজ আলী জানান, আমাদের অঞ্চলে উৎপাদিত সবজির চাহিদা বাইরের জেলায় অনেক ভাল। অন্যান্য সবজির পাশাপাশি যে চিচিংগা আবাদ হয়, সে চিচিংগা দেখতে অনেক ভাল। খেতেও সুস্বাদু। আমরা প্রতিনিয়ত অন্যান্য সবজির সাথে ট্রাকভর্তি করে ঢাকা,বরিশাল, সিলেট ও চট্রোগ্রামে বিক্রি করি। এতে কৃষকরা যেমন লাভবান হচ্ছেন,তাদের পাশাপাশি আমরা(ব্যবসায়ীরাও ) লাভবান হচ্ছি।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, মেহেরপুর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সব আবাদেরই উপযোগী। কৃষরা এ মাটিতে যা ফলানোর চেষ্টা করেন তাই ফলে। কয়েক বছর যাবত জেলায় মাচা পদ্ধতি অবলম্বন করে চিচিংগা আবাদ করেছেন। এ আবাদে আজও কেউ লোকসানে পড়েনি। সকলেই লাভবান হচ্ছেন। আমরা নতুন নতুন আবাদে কৃষদদের উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছি। সেই সাথে চিচিংগাসহ বিভিন্ন সবজি আবাদে কৃষকদের সব ধরনের সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছি।

মেহেরপুরে কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) আয়োজিত আজ বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) হল রুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ-কনসোর্টিয়ামের (এসিপি) সহযোগিতায় মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন আমঝুপি ইউনিয়ন কমিউনিটির ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুর রকিব।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলাম, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান মোঃ আসাদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এসময় জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, আউট আব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন এর ডিপিএম সাদ আহম্মেদ, মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা খাতুন, সহকারী এডমিন অফিসার হালিমা খাতুন ডলি, সুপারভাইজার সুমাইয়া খাতুন, সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার চাঁদতারা সূর্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের মিছিল

বাঙালির মহান স্বাধীনতাকে কটাক্ষ, একাত্তরের ঘৃণিত গণহত্যাকারী রাজাকারদের প্রতি সাফাই এবং আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীলতা তৈরীর প্রতিবাদে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৭ জুলাই ) বিকেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। পরে যেখানে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ, জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি আবু মোর্শেদ শোভন সরকার, সদর উপজেলার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জুলকার নাইম বাইজিদ, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রাশেদ আলী, সাধারণ সম্পাদক পিন্টু মিয়া, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি এস এম আল রাতুল, নাসিম আহমেদ রাব্বি, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক,পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবির হাসান প্রমুখ।

মেহেরপুরে শাখা আবাবিল হজ্ব গ্রুপের শুভ উদ্বোধন

মেহেরপুরে আবাবিল হজ্ব গ্রুপ জেলা শাখার শুভ উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার (১৭ জুলাই) সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের সার্কিট হাউজের

সামনে এ আবাবিল হজ্ব গ্রুপের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আবাবিল হজ্ব গ্রুপের পরিচালক মাওলানা মোঃ ইসমাইল আল মুজাহিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভোধন করেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম।

উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবাবিল হজ্ব গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ আবু ইউসুফ।

এছাড়াও এসময় আবাবিল হজ্ব গ্রুপের উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী, গাংনী আল মদিনা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মোঃ জাহাঙ্গীর আলম জিহাদী, কোলা নাটনাপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম এইচ এম ইব্রাহিম খলিল জিহাদী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এই সময় প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরে ১ বিঘা জমির কপি কেটে তসরুপ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোভীপুর মাঠে মোঃ আখের আলীর ছেলে মোঃ আশরাফুল ইসলামের ১ বিঘা জমির পাতাকপি গাছ কেটে তসরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় এ সমস্ত কপি কেটে দেওয়া হয়েছে এবং এতে তার ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান চাষী আশরাফুল।

তিনি আরো জানান গভীর রাতে কে বা কারা আমার কপি গুলো কেটে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গত কয়েকদিন আগে অন্য জমির কলাগাছ কেটে দেয় তারা।

কপি গাছ কাটার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তিনি

মেহেরপুর সদর থানায় একটি জিডি করেছেন।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে ঐতিহ্যবাহী মহরমের মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও মহরমের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহররম’ শব্দের অর্থ সম্মানিত। ইসলামের ইতিহাসে এই মাসের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এসব স্মৃতির সম্মানার্থে এই মাসকে মহররম বা সম্মানিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোরআনুল কারিমে রয়েছে, ‘আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২, এর মধ্যে ৪টি মাস (মহররম, রজব, জিলকদ, জিলহজ) আর মহরম মাসের ১০ তারিখ কে আশুরার দিন বলা হয়েছে।

আশুরা অর্থ দশম তারিখ। ইসলামি পরিভাষায় মহররমের ১০ তারিখকে আশুরা বলা হয়। পবিত্র আশুরা ইসলামের অন্যতম ফজিলতপূর্ণ দিন। সৃষ্টির শুরু থেকে ১০ মহররম তথা আশুরার দিনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।
হাসান হুছাইন এই দিনেই কারবালা ময়দানে শহীদ হয়েছিলেন।

সর্বপরি এই দিন কে ঘিরে বছরের পর বছর জাঁকজমকপূর্ণ মেলার আয়োজন করে আসছে এই মেহেরপুরের কুতুবপুর গ্রাম। এই দিনটিকে ঘিরে এই গ্রামের মানুষ জামাই দাওয়াত করে খাওয়া নো সহ এক সময় ভালো মন্দ খাবারের আয়োজন করতেন বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে তা এখন বিলুপ্তির পথে কিন্তু রয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে করে আসা এই মেলা যেখানে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের দর্শনার্থীরা আসেন মেলা উপভোগ করতে। ফাকা জায়গা ভরে বসে পড়ে দোকানপাট, আর সেই দোকানপাটে কেনাকাটায় মগ্ন আছেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত দর্শনার্থীরা এ যেন পা ফেরা মত জায়গাও ফাকা নেই।এছাড়াও ছোট ছোট বাচ্চা দের বিনোদন জন্য রয়েছে নাগরদোলা ।

স্থানীয় দের মধ্যে থেকে সাঈদ হোসেন জানান আমার বয়স ২৮ বছরে আমি বুদ্ধি হয়ে দেখে আসছি এই মেলা এবং বাবা দাদাদের মুখেও শুনেছি এই দিনটি পালন করে আসছেন অনেক আগে থেকেই।

কুতুবপুর গ্রামের করিম মিয়া বলেন এই মেলা আমাদের গ্রামকে পরিচিত করে তোলে। এবং এই মেলা কে ঘিরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে থেকে আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেন বিভিন্ন দোকান পাটে বোরে উঠে তরুন ছেলেরাও এটি উপভোগ করে যা আমাদের ভালো লাগে।

জাফর ইকবাল জানান আমি এসেছি গাংনী থেকে এই ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘুরতে এর আগেও অনেক এসেছি এই গ্রামের মেলা দেখতে তবে এবারের মেলাটি অনেক জাকজমক হয়েছে আমাদের বভালো লাগছে। প্রতি বছরেই এই মেলার আয়োজন করুক এই গ্রামের মানুষ সেই প্রত্যাশা করছি।